সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৬
WEEKLY BOOKLET: 426

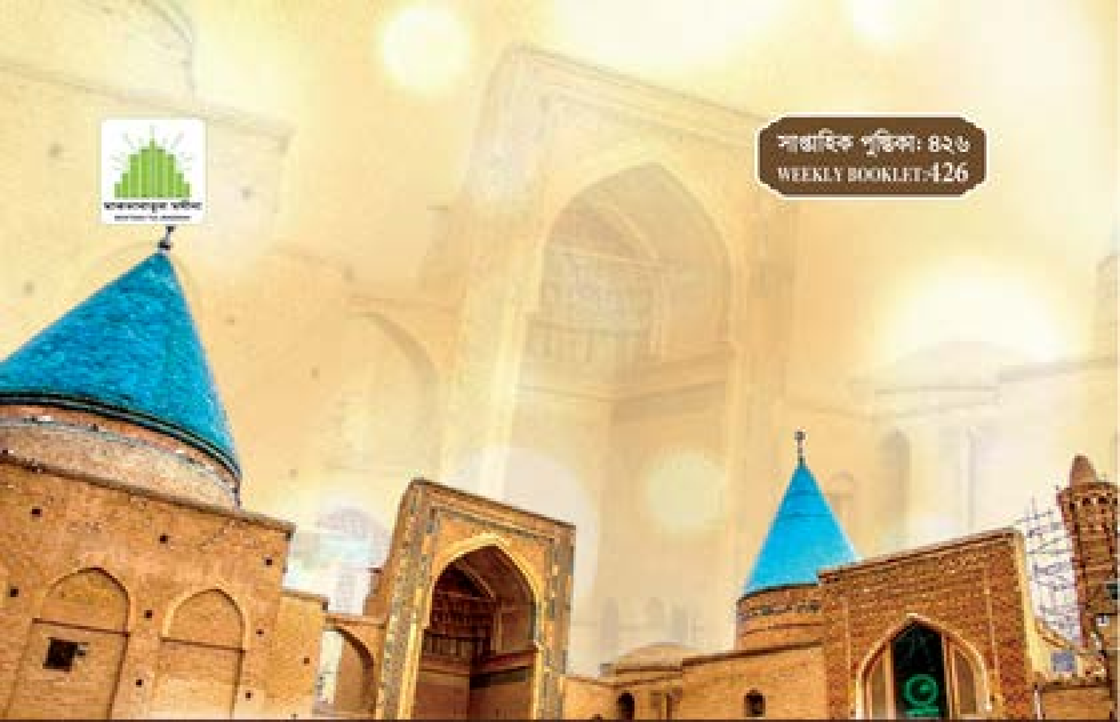

হযরত বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

এখন তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো ০৮

হজ্বের সফরের ব্যতিক্রমী নিয়ম ১২

৩০ বছর ধরে একনিষ্ঠ হৃদয়ের সন্ধান ১৩

গুনাহের স্মরণে ঘাম ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আত্তারের দোয়া! হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা, **“হযরত বায়েজিদ বিস্তামী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ**”** পড়বে বা শুনবে, তাকে সর্বদা তোমার নেককার বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী বানিয়ে দাও এবং তাকে তার মা-বাবা ও পরিবার-পরিজন সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী: “আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করো। নিশ্চয়ই তোমাদের আমার উপর দরুদ পাঠ করাটা তোমাদের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা।”

(জামে সগীর, ৮৭ পৃ:, হাদিস: ১৪০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর আলোচনা রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম হয় এবং এর দ্বারা ঈমান সজীব, উষ্ণতা ও বৃদ্ধি লাভ করে। এছাড়া মূল্যবান জ্ঞানের ভান্ডারও হাতে আসে। বস্তুত, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর জীবনের প্রতিটি দিক তাঁদের

মধ্যে সংশোধনের হাজারো মাদানী ফুল ধারণ করে। আসুন! আল্লাহ পাকের এক ওলী, হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা লক্ষ্য করুন।

মাদারজাদ ওলী (জন্মগত ওলী)

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মাদারজাদ ওলী ছিলেন। তাঁর বেলায়তের আলামতসমূহ সেই সময় থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল যখন তিনি তাঁর মা জননীর গর্ভে ছিলেন।

সুতরাং তাঁর মা জননী বলেন: "যখন 'বায়েজিদ' আমার গর্ভে ছিল, যদি সেই দিনগুলোতে কোনো মুশতাবেহ জিনিস (অর্থাৎ, যার হালাল-হারাম হওয়া জানা নেই) আমার পেটে চলে যেত, তবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বড় অস্থির থাকতাম যতক্ষণ না আমি আমার গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে তা বের করে না ফেলতাম।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১২৯)

হে ওলী প্রেমিকগণ! হারাম তো দূরের কথা, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সন্দেহজনক জিনিস থেকেও বেঁচে থাকতেন। অথচ আজকাল পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে, যে জিনিস হারাম হওয়া নিশ্চিত, তারও কোনো পরোয়া করা হয় না এবং তা খেয়ে ফেলা হয়। যেমন, কিছু লোক সুদী ব্যবসা করে, ঘুষ নিয়ে, মাপ-জোখে ডান্ডি মেরে এবং ব্যবসায় মিথ্যা বলে হারাম উপার্জন করে ও খায়। তেমনি অনেক লোক চাকুরির সময় ডিউটি পুরো করে না কিন্তু পুরো বেতন নেয় এবং তা বিনা দ্বিধায় হজম করে ফেলে। তাদের এর অনুভূতিও হয় না কারণ তাদের বিবেক মৃত হয়ে গেছে।

মাতার খেদমত

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মা জননীর অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। এর বরকতে আল্লাহ পাক তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের ব্যাপারে নিজেই বলেন: "আল্লাহ পাক আমাকে যে এত মহিমা ও শান দান করেছেন, তার কারণ হলো আমি আমার মায়ের অনেক খেদমত করেছি।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩২ সারসংক্ষেপ)

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মায়ের এত বাধ্য ছিলেন যে, এর উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। এ সম্পর্কে তাঁর একটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে:

পানি নিয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে রইলেন

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "একবার তীব্র শীতের রাতে আমার মা আমাকে পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। যখন আমি গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলাম, তখন আমার মায়ের চোখ লেগে গিয়েছিল। আমি পানি নিয়ে আমার মায়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, এমনকি তীব্র ঠান্ডার কারণে গ্লাসের পানি বরফ হয়ে গেল। যখন মা উঠলেন, মায়ের মমতা উথলে উঠল এবং জিজ্ঞাসা করলেন: 'বেটা! তুমি কি পানি নিয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলে?' আমি বললাম: 'জি হ্যাঁ। আপনি পানি চেয়েছিলেন এবং যখন আমি পানি নিয়ে হাজির হলাম, তখন আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন এবং আদব আমাকে অনুমতি দেয়নি যে আমি আপনাকে ঘুম থেকে জাগাই। আর এমন যেন না হয় যে আপনি ঘুম থেকে জাগ্রত হন আর পানি না পাওয়ার কারণে তৃষ্ণার কষ্টে ভোগেন, তাই আমি পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩২ সারসংক্ষেপ)

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয়ই, পিতামাতার আনুগত্যের উদ্দীপনায় ভরপুর সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই ঘটনাগুলোতে আমাদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। একদিকে সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ছিলেন, যিনি তার মায়ের এত খেয়াল রাখতেন যে, উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে আমরা, অকর্মণ্য মানুষেরা রয়েছি, যাদের বাহ্যিক রূপধার্মিকতার ঘোষণা করে এবং বাহ্যিকভাবে বড় নেক সুরত ও রাসূল প্রেমিক মনে হয়, কিন্তু অবস্থা এই যে, যদি মা বেচারী কোনো কথা বলেন, তবে প্রথমে শোনেনই না, আর যদি শোনেন তো একদম ধমক বা তিরস্কার করে জবাব দেন। এছাড়া, যদি মায়ের কোনো কথা বুঝতে না পারি, তাহলে একদম ঝগড়া করে এমন বাক্য বলতে শুরু করি: "আমার কাছে সময় নেই, আমি ঘুমাচ্ছি, মাথা খারাপ করছো নাকি ইত্যাদি ইত্যাদি।" চিন্তা করুন! যখন আমাদের মায়ের সাথে কথা বলার ধরন এমন হবে, তখন আমাদের মন ইবাদতে কিভাবে লাগবে? আমাদের গুনাহের অভ্যাস কিভাবে দূর হবে? আমাদের বিবেক কিভাবে জাগ্রত হবে? ইবাদতে বিনয়-নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? আফসোস! না জানি দিনে কতবার আমরা মা-বাবাকে ধমকাই! যদি কেউ এই জন্য মা-বাবাকে ধমকায় যে তারা নামায পড়ে না, তবে তারও অনুমতি নেই, কারণ এটি তাদের এবং তাদের রবের ব্যাপার। আমাদের জন্য নির্দেশ হলো যে মা-বাবা শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে যে নির্দেশই দেন, আমরা যেন তা পালন করি। তবে, যদি মা-বাবা শরীয়তের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে বলেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। নিশ্চয়ই ভাগ্যবান সেইসব মানুষ যাদের মা-বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

ভাগ্যবান মানুষ

আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মা-বাবার আনুগত্যের ব্যাপারে আমার মন খুবই সন্তুষ্ট। আর সেটা এভাবে যে, আমি বাবার ছায়া দেখিনি! সম্ভবত আমার বয়স যখন দেড় বা দুই বছর ছিল, তখন আব্বাজান ইন্তেকাল করেন, তাই আমার আব্বাজানের সাথে কথা বলার সুযোগই হয়নি, তাকে অসন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা। আমার মা বেঁচে ছিলেন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ তিনি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, তিনি আমার প্রতি খুশি ছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, আজ অনেক মানুষের মনোযোগ আমার দিকে আকর্ষিত হওয়ার কারণ আমার মা আমার প্রতি খুশি থাকার বরকত।

আমার মায়ের ইন্তেকাল বৃহস্পতিবার হয়েছিল, কিন্তু তার তিন দিন আগে রবিবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, যা বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাই আমি বাড়ির লোকদের একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে তাওবা করাই এবং এভাবে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমার মাও তাওবা করলেন এবং কালিমা শরীফ পড়লেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমার মায়ের ঈমানের এত অনুভূতি ছিল যে, যদি কারো মুখ থেকে কোনো অনুপযুক্ত বাক্য বেরিয়ে যেত, তাহলে বাড়ির সকলকে বলতেন যে, তাওবা করো এবং কালিমা পড়ো। এমনকি কখনো কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, আমার মুখ থেকে অমুক বাক্য বেরিয়ে গেছে, কুফর তো নয়?

শেষ দিন বৃহস্পতিবার ছিল সফর মাসের সতেরতম রাত এবং আমি একটি ইজতেমায় শরীক ছিলাম। এমন সময় আমার বাড়ি থেকে ডাক

এলো যে, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসো। যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমার মায়ের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সাকারাতের অবস্থায় ছিলেন। তারপর আমরা ইয়াসীন শরীফ তিলাওয়াত করলাম, এই সময় প্রায় ১০:১৫ মিনিটে তাঁর রূহ সহজেই কব্জা হয়ে গেল। পরে আমার বড় বোন আমাকে বললেন যে, মায়ের জিহ্বা কালিমা শরীফ পড়তে পড়তে এবং ইস্তেগফার করতে করতে বন্ধ হয়েছিল। তিনি তোমাকে খুব স্মরণ করছিলেন এবং বারবার বলছিলেন যে, আমার কলিজাকে তাড়াতাড়ি ডাকো, যেন সে আমার থেকে দূরে না থাকে। ইন্তেকালের দিন ইশার আগে আমি আমার মায়ের সাথে খাবার খেয়েছিলাম এবং যখন আমি নামায আদায়ের জন্য বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম, তখন আমার মা আমাকে বলতে লাগলেন: কাছে আসো, আমি তোমার হাত চুমু খাব। আমি আরজ করলাম: আপনি আমার নয়, বরং আমি আপনার হাত চুমু খাব। যাইহোক, আমার মা এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তিনি আমার প্রতি খুব খুশি ছিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের স্বভাব অনুযায়ী, কখনও কখনও মানুষ মা-বাবার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই শবে বরাত, রমযান শরীফের আগমন এবং অন্যান্য ছোট-বড় দিনগুলোতে সময়ে সময়ে পা ধরে, হাত জোড় করে মা-বাবা এমনকি সম্ভব হলে সমস্ত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। যতটুকু সম্ভব মা-বাবাকে খুশি রাখুন। যদি মা-বাবা টাকা চান, তবে বাড়িয়ে দিন, যেমন এক চাইলে পাঁচ এবং দশ চাইলে পঞ্চাশ দিন। আর এভাবে মা-বাবার খেদমত করে তাদের দোয়া নিন, اِنۡ شَآءَ الله! উভয় জগতে আপনার পরিত্রাণ হবে। তবে এই কথাটি খেয়াল রাখবেন যে, যদি মা-বাবা শরীয়তের পরিপন্থী কোনো নির্দেশ দেন,

তবে তা মানবেন না। যেমন, মা-বাবা যদি দাড়ি মুণ্ডাতে বলেন, তবে মুণ্ডাবেন না, মুণ্ডালে গুনাহগার হবেন। মনে রাখবেন! যে বিষয়ে আল্লাহ পাক এবং তার রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধে মা-বাবা বা অন্য কেউ হলেও কারো আনুগত্য জায়িয নেই।

একসাথে দুটি সত্তার হক আদায় হতে পারে না

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর মা জননীর খুব সেবা করতেন এবং তাঁর কাছে দোয়া চাইতেন। একবার তিনি মক্তবে (অর্থাৎ মাদ্রাসায়) সূরা লুকমানের এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন: اَنِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیۡكَ ؕ **কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা-পিতার। (পারা ২১, সূরাঃ লুকমান, আয়াতঃ ১৪) তখন তিনি তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন: "আমার দ্বারা একসাথে দুটি সত্তার (অর্থাৎ আপনার এবং আল্লাহ পাকের) হক আদায় হতে পারে না। সুতরাং, হয় আপনি আমাকে আল্লাহ পাকের কাছে চেয়ে নিন, যাতে আমি আপনার খেদমত করতে পারি, অথবা আপনার সমস্ত হক মাফ করে আমাকে আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করে দিন, যাতে আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারি।" যেহেতু তাঁর মা একজন বড় পরহেযগার ও নেককার মহিলা ছিলেন, তিনি বললেন: "পুত্র! আমি আমার সমস্ত হক থেকে বিরত হয়ে তোমাকে আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করলাম।" এরপর সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه সিরিয়া গমন করলেন এবং সেখানে গিয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হলেন। তিনি তিন বছর পর্যন্ত মরুভূমিতে মুজাহাদা (আল্লাহর জন্য কঠোর সাধনা) করতে রইলেন এবং এই সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করার এত প্রবলতা ছিল যে, তিনি খাবারও খেতেন না।

মনে রাখবেন! এমন ব্যক্তিদের রুহানী খাদ্য দান করা হয়, অর্থাৎ আল্লাহ পাক গায়েবীভাবে এমন শক্তি দান করেন যে, তাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

এখন তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর জিয়ারত করেছেন এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে প্রচুর ফয়েয লাভ করেছেন। এই সকল সত্তার মধ্যে একজন হলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দীর্ঘদিন সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। একবার সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "হে বায়েজিদ! অমুক কুলুঙ্গিতে যে কিতাব রাখা আছে, তা নিয়ে আসো।" তিনি আরজ করলেন: "হুযুর! সেই কুলুঙ্গিটি কোন জায়গায়?" সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "তুমি এতকাল আমার কাছে আছো, কিন্তু এখনও তুমি জানতে পারোনি যে কুলুঙ্গি কোথায়?" তিনি আরজ করলেন: "হুযুর! কুলুঙ্গি তো দূরের কথা, আমি তো আপনার সান্নিধ্যে থাকাকালীন কখনও মাথা তুলেও দেখিনি।" এটি শুনে সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুব খুশি হলেন এবং বললেন: "এখন তুমি পূর্ণাঙ্গ হয়েছো, বিস্তামে ফিরে যাও।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩০, সংগৃহীত)

হে আশিকানে আউলিয়া! যখন বান্দা তার বুযুর্গ, উস্তাদ বা মাশায়েখের সান্নিধ্য পায়, তখন এদিক-ওদিক তাকানো, কাউকে উত্যক্ত করা এবং কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে মাথা নিচু করে আদবের সাথে বসে থাকবে এবং নিজেকে একটি খালি পেয়ালা মনে করবে। কারণ

যে পাত্র খালি থাকে, তাতে কিছু ভরা হয় এবং যা আগে থেকেই ভরা থাকে, তাতে আর কিছু ভরা যায় না। কখনও কখনও মানুষ আলেম বা মাশায়েখের কাছে যায় এবং নানা রকম প্রশ্ন করে তাদের পরীক্ষা নিতে শুরু করে, অথচ তারা জানে না যে, তাদের নিজেদেরই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। মনে রাখবেন! যদি আকীদা (তথা দৃঢ় বিশ্বাস) পরিপূর্ণ হয়, তবে ফয়েয অবশ্যই পাওয়া যায়। আর কিভাবে পাওয়া যায়? তার অনুমান এই ঘটনা থেকে নিন। যেমন:

প্রতিবন্ধী শিশু হাঁটাচলা করতে লাগলো

একদল ডাকাত লুটপাট করার জন্য বের হলো, এই সময় তারা একটি সরাইখানায় আশ্রয় নিল এবং সেখানে এমনভাবে প্রকাশ করলো যে, আমরা আল্লাহর পথের মুসাফির। সরাইখানার মালিক একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তাদের খুব খেদমত করলেন। সকালে ডাকাতরা কোথাও চলে গেল এবং লুটপাট করে সন্ধ্যায় সেখানেই ফিরে এলো। গত রাতে সরাইখানার যে ছেলেটিকে তারা চলাচলে অক্ষম দেখেছিল, সে আজ বিনা কষ্টে চলাফেরা করছে! তারা আশ্চর্য হয়ে সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলো: "এ কি সেই কালকের প্রতিবন্ধী ছেলেটি নয়?" তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে জবাব দিলেন: "জি হ্যাঁ, এ সেই ছেলে।" জিজ্ঞাসা করলো: "এ কিভাবে সুস্থ হলো?" জবাব দিলেন: "এ সবই আপনাদের মতো আল্লাহর পথের মুসাফিরদের বরকত। ব্যাপার হলো যে আপনারা যা খেয়েছিলেন, তার কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। আমরা আপনাদের জুঠা খাবার শেফার নিয়তে আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুকে খাইয়েছিলাম এবং জুঠা পানি দিয়ে তার শরীরে মালিশ করেছিলাম। আল্লাহ

পাক আপনাদের মতো নেক বান্দাদের জুঠা খাবার এবং পানির বরকতে আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুকে শেফা দান করেছেন।” যখন ডাকাতরা এই কথা শুনলো, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারা কাঁদতে কাঁদতে বললো: “এ সবই আপনার সুধারণার ফল, অন্যথায় আমরা তো বড় গুনাহগার মানুষ। শুনুন! আমরা আল্লাহর পথের মুসাফির নই বরং ডাকাত। আল্লাহ পাকের এই অনুগ্রহ আমাদের অন্তরের জগতকে পাল্টে দিয়েছে। আমরা আপনাকে সাক্ষী রেখে তাওবা করছি।” সুতরাং, তারা তাওবা করে নেকীর পথ ধরলো এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার উপর অটল রইলো। (ক্বলিউবি, ২০ পৃ:, সংগৃহীত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! ডাকাতদের জুঠো থেকে প্রতিবন্ধী শিশু সুস্থ হয়ে গেল। এটি সরাইখানার মালিকের সত্যিকারের আকীদা (বিশ্বাসের) ফল ছিল যে তিনি ডাকাতদেরকে আল্লাহর পথের মুসাফির মনে করে তাদের খেদমত করেছিলেন, অন্যথায় তারা আসলে ডাকাত ছিল। মনে রাখবেন! আসল কথা হলো আকীদার। যদি আমরা কোনো জিনিসকে বিশ্বাসের চোখে দেখি, তবে আমাদের কাছে অন্য কিছু দেখা যাবে, আর যদি সেই জিনিসকেই সমালোচনার চোখে দেখি, তবে অন্য কিছু দেখা যাবে। যদি আমরা কোনো ব্যক্তির কাছে ভালোবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হই, তবে তার ঘাম থেকেও সুগন্ধি আসবে, আর যদি সমালোচনার নিয়তে যাই, তবে তার সুগন্ধি থেকেও দুর্গন্ধ আসবে।

কিবলার দিকে থুথু ফেলার ঘটনা

সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আদবের প্রতি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। এমনকি, যদি কাউকে আদবের পরিপন্থী কোনো কাজ

করতে দেখতেন, তবে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। একদা সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه একজন বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হলেন, যার খ্যাতি তিনি অনেক শুনেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই বুযুর্গ কিবলার দিকে মুখ করে থুথু ফেললেন। তখন তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং বললেন: "এই ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদবসমূহের মধ্যে একটি আদবের প্রতিও বিশ্বস্ত নয়, তাহলে যে জিনিসের (অর্থাৎ বেলায়তের) দাবি করে, তার প্রতি কিভাবে বিশ্বস্ত হবে?" (রিসালাতে কুশাইরিয়া, ৩৮ পৃ:, সংগৃহীত)

রাস্তায় থুথু ফেলতেন না

সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর আদবের এমন অবস্থা ছিল যে, যখন তিনি নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যেতেন, তখন রাস্তায় থুথু ফেলতেন না এই ভেবে যে, আমি এখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে যাচ্ছি। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩০, সংগৃহীত)

একটু চিন্তা করুন! আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা চিন্তা না করেই যেখানে খুশি সেখানেই থুথু ফেলি। এমনকি কিছু লোক মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের অলি-গলিতেও থুথু ফেলতে ও নাক পরিষ্কার করতে দ্বিধা করে না। অথচ এগুলো সেই বরকতময় গলি যা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কদমের চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। হ্যাঁ! যে সকল কাজে মানুষ বাধ্য, তা ভিন্ন কথা। যেমন, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের মতো বিষয়ে মানুষ অপারগ। কিন্তু গলি ও রাস্তায় থুথু ফেলার ক্ষেত্রে তো অপারগ নয়। মনে রাখবেন! গলি ও রাস্তায় থুথু ফেলা এমনিতেই আদবের পরিপন্থী, আর মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনা শরীফের মতো পবিত্র শহরগুলোতে তো আরও বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। সংক্ষেপে, আমরা যত বেশি আদব করব, اِنۡ شَآءَ الله তত বেশি লাভবান হব।

“বা আদব বা নসীব, বে আদব বে নসীব”

(আদব ওয়ালারা ভাগ্যবান, বিয়াদবরা দুর্ভাগা)

যাইহোক, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা শরীয়ত অনুযায়ী আমল না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তরীকতে কোনো মকাম (স্থান) অর্জন করতে পারে না। এই যুগে কিছু লোক নামায কাযা করে এবং দাড়ি কামায় বা খুব ছোট করে রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'সাহিবে তরীকা' তথা তরিকত পন্থী বলে দাবি করে এবং বাড়াবাড়ি করে তরিকতের অনেক বড় কিছু বলে দাবি করে। সাধারণ মানুষ দ্বীনি জ্ঞান থেকে দূরে থাকার কারণে আজকাল অনেকেই তরিকতের নামে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

হজ্বের সফরের ব্যতিক্রমী নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আমরা হজ্বের জন্য যাই, তখন নিজেদের বাড়িতে “হজ্ব মুবারক” বোর্ড লাগাই এবং বড় শান-শওকতের সাথে ইহরাম বেঁধে এয়ারপোর্টে ছবি তুলি। কিন্তু সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর হজ্বের সফরের স্টাইল ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমী। তিনি সফরের সময় প্রতি কয়েক কদম পর পর দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং বলতেন: “যেহেতু আমি এক বড় বাদশাহর দরবারের দিকে যাচ্ছি, তাই আমার এভাবেই যাওয়া উচিত।” এই ব্যতিক্রমী স্টাইলে হজ্বের সফর সম্পন্ন করতে তাঁর মক্কায়ে মুকাররমায় পৌঁছতে ১২ বছর সময় লেগেছিল।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩০, সংগৃহীত)

সামান উটের উপর আছে না অন্য কিছুর উপর?

(হজ্ব করার পর) দ্বিতীয় বছর হযরত বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মদীনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যখন তিনি মদীনা শরীফে উপস্থিতির

জন্য রওনা হলেন, তখন শত শত লোক তাঁর সঙ্গী হলো। যেহেতু তিনি একাকীত্ব পছন্দ করতেন এবং তাঁর চারপাশে মানুষের ভিড় পছন্দ করতেন না (কারণ সাধারণত মানুষ প্রশংসা করে অকারণে মানুষকে চড়িয়ে দেয় এবং সে যে ইবাদত করতে চায়, তা তাকে করতে দেয় না), তাই এমন লোকদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই কৌশল ব্যবহার করলেন যে, একটি উটের উপর অনেক বোঝা চাপিয়ে দিলেন। এতে লোকেরা খুব আশ্চর্য হলো এবং তারা বিস্ময় নিয়ে বলতে লাগলো: "আপনি এত বোঝা একটি বোবা পশুর উপর চাপিয়ে দিলেন!" তিনি বললেন: "একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন! সামান উটের উপর আছে নাকি অন্য কিছুর উপর?" যখন লোকেরা মনোযোগ দিয়ে দেখল, তখন দেখতে পেল যে, সামান উটের উপর নয় বরং শূন্যে ঝুলছে (অর্থাৎ লটকানো আছে)। এই দৃশ্য দেখে লোকদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন: "আমি তোমাদের থেকে নিজেকে গোপন করেছিলাম, তখন তোমাদের মনে আমার সম্পর্কে এই কুধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমি অসহায় পশুর উপর এত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি এবং এখন যখন বাস্তবতা দেখাচ্ছি, তখন তোমাদের মধ্যে তা সহ্য করার সাহস নেই।" এই কথা বলে তিনি তাদের সকলের থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩১, সংগৃহীত)

৩০ বছর ধরে একনিষ্ঠ হৃদয়ের সন্ধান

একদা এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: "হুযুর! একনিষ্ঠ হৃদয়ের সাথে আমার দিকে এমন দৃষ্টি দিন যেন আমার কাজ হয়ে যায়।" তিনি বললেন: "আমি

৩০ বছর ধরে আল্লাহ পাকের কাছে একনিষ্ঠ হৃদয় কামনা করছি এবং তাঁর দরবারে দোয়া করে যাচ্ছি যে, হে আল্লাহ! আমাকে একনিষ্ঠ হৃদয় দান করো, কিন্তু এখনও আমি একনিষ্ঠ হৃদয় পেতে সফল হতে পারিনি। সুতরাং, যখন আমার নিজের হৃদয়ই ইখলাসশূন্য, তখন তোমার জন্য ইখলাসের দৃষ্টি কোথা থেকে আনব?” (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৪৬, সংগৃহীত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! পূর্ববর্তী যুগের মানুষরা তাদের বুযুর্গদের প্রতি কেমন ভক্তি রাখতেন, যদি তারা আন্তরিকতার সাথে একবার তাকাতেন, তবে তাদের কাজ হয়ে যেত। আর এই বুযুর্গদের বিনয় ও নম্রতা কেমন ছিল, যখন সেই ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এর কাছে ইখলাসের সাথে তাকানোর আবেদন করলেন, তখন তিনি নিজেকে ইখলাসওয়ালা হিসেবে স্বীকারই করলেন না এবং সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিলেন।

আল্লাহর ভয়ের প্রবলতা

একবার সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এর ওপর আল্লাহর ভয়ের প্রবলতার কারণে কাঁপুনি শুরু হলো। এতে তাঁর এক মুরীদ খুব আশ্চর্য হয়ে বলল: “আল্লাহর ভয় তো আমাদেরও আছে, কিন্তু আপনার ওপর এই অবস্থা কিভাবে ভর করলো?” তিনি বললেন: “৩০ বছরের পরিশ্রম ও নফসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমি যে মকাম (স্তর) অর্জন করেছি, তা আমি তোমাকে এক মুহূর্তে কিভাবে বোঝাতে পারি?”

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৪৬, সংগৃহীত)

হে আশিকানে আউলিয়া! দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ৩০ বছর ধরে রিয়াযতে নফস (আত্মশুদ্ধি) করেছেন, তারপর তিনি একটি মকাম (স্থান) অর্জন করেছেন। অথচ আমরা চাই যে, আমরা একবারে সবকিছু পেয়ে যাই এবং একবারে সবকিছু শিখে ফেলি। কখনও কখনও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে জড়িতদের এটাই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তারা দ্রুত মুবাল্লিগ হয়ে যাক। দেখুন! শিশু এখন মাত্র কথা বলতে শিখছে, আর সে যদি বলে যে, আমার হাতে মেট্রিকের সনদ চলে আসুক, তবে এটা সম্ভব নয়। বরং এর জন্য তাকে দশ বছর পরিশ্রম করতে হবে, তবেই সে মেট্রিকের সনদ লাভ করবে।

ইসলামী সেনাবাহিনীর সাহায্য

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বেলায়তের উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত, কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। একদা রোম সাম্রাজ্যে মুসলিমদের সাথে কাফিরদের যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলিম সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর প্রতি অত্যন্ত ভক্ত ছিল। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: "ইয়া শায়েখ বায়জিদ! সাহায্য করুন!"[১] ঠিক তখনই এক ভয়ঙ্কর আগুন দৃশ্যমান হলো, কাফিরদের বাহিনী পালিয়ে যেতে লাগলো এবং মুসলিমদের বিজয় হলো। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৪৬, সংগৃহীত)

---

১. যদি শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে কেবল আল্লাহই সাহায্য করতে পারেন, তাহলে সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কীভাবে কাউকে সাহায্য করতে পারেন যেহেতু তাকে ডাকা হয়? তাই এই ধরণের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য, আমীরে আহলে সুন্নাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তারী কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর রচিত ২০ পৃষ্ঠার "আকাশের বাদশাহ" পত্রিকাটি পড়ুন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান বিভাগ)

প্রস্রাবে রক্ত

হে আশিকানে আউলিয়া! সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মকাম (স্তর) যেমন অত্যন্ত উচ্চ, তেমনি তাঁর অনুশোচনা ও কোমলতাও অত্যন্ত প্রভাব সম্পন্ন। এক রাতে তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে গেলেন এবং দেয়াল ধরে সারা রাত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, যার কারণে তাঁর প্রস্রাবে রক্ত আসা শুরু হলো। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন: "এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, আজ আমি আল্লাহ পাকের ইবাদত থেকে বঞ্চিত রইলাম, কারণ রাতে আমি ইবাদত করতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, শৈশবে আমার দ্বারা একটি গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। এই দুটি বিষয় নিয়ে আমি এতটাই ভীত ছিলাম যে, আমার অন্তর রক্তে পরিণত হয়েছিল এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে রক্ত বের হতে শুরু করলো।"

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৩৩, সংগৃহীত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা সারা রাত গাফিল হয়ে ঘুমিয়ে থাকি, অথচ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা তাদের রাতগুলো ইবাদতে কাটাতেন। সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখ করে বলেন, শৈশবে তার দ্বারা একটি গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। মনে রাখবেন! নাবালকের গুনাহ গণনার যোগ্য নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতটা ভীত ছিলেন যে, প্রস্রাবের মাধ্যমে রক্ত আসা শুরু হলো! আমরা প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান এবং এই বিষয়ে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও যে, অমুক কাজ গুনাহ এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী, প্রকাশ্যে (অর্থাৎ নির্ভয়ে) এবং জনসম্মুখে তা করি এবং কারো সাহস নেই যে, আমাদের থামাবে বা বাধা দিবে। আমরা ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকি

এবং আমাদের এই অনুভূতিও হয় না যে, বাড়ির ও মহল্লার লোকেরা আমাদের নামায না পড়ার কথা জানতে পারবে। স্পষ্টতই, যেখানে আল্লাহ পাকের ভয় রইল না, তখন অন্য কাউকে কি ভয় করব? আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লজ্জা রইল না, তখন অন্য কারো কাছে কি লজ্জা করব? আমাদের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, আমরা প্রকাশ্যে গুনাহ করি, সরাসরি গালি দিই, নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলি, ওয়াদা করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করি এবং নিয়মিত দাড়ি কামাই, অথচ দাড়ি কামানো হারাম। হাদিস শরীফে এসেছে: "গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি বড় করো, ইহুদিদের মতো আকৃতি তৈরি করো না।"

(মুসলিম, পৃ. ১২৫, হাদিস ৬০২-৬০৩, সংগৃহীত)

আফসোস! আমাদের এই বিষয়ে কোনো ভয় বা লজ্জা হয় না যে, আমরা দাড়ি কামিয়ে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের মতো চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এছাড়াও, আমাদের এই বিষয়েও কোনো অনুভূতি হয় না যে, আমরা মজা করে সুদ ও ঘুষের মাল খাই, প্রকাশ্যে ভেজাল মিশ্রিত কাজ করি এবং ব্যবসায় খুব দুই নাম্বারী করি! একদিকে আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা, আর অন্যদিকে আল্লাহ পাকের ওলী হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এর দিকে দেখুন যে, শৈশবে করা একটি গুনাহের কথা স্মরণ করে এত ঘাবড়ে গেলেন যে, প্রস্রাবের মাধ্যমে রক্ত আসা শুরু হলো, অথচ নাবালিগ অবস্থায় করা গুনাহ শরীয়তে গণনায় ধরার মতো হয় না।

গুনাহের স্মরণে ঘামে ভিজে গেলেন

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِم যখনই তাদের পূর্বের কোনো গুনাহের কথা স্মরণ করতেন, তখনই তাদের ওপর কোমলতা ভর করত।

যেমন, হযরত সায়্যিদুনা উতবা আল-গুলাম رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ, যিনি একজন মহান ওলীউল্লাহ ছিলেন, একবার কোনো স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একটি বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোমলতা ভর করার কারণে তিনি ঘামে ভিজে গিয়েছিলেন। যখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: "হুযুর! এখানে আপনার এই অবস্থা কেন হলো?" তিনি বললেন: "এক সময় এই বাড়িতে আমার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়েছিল। তাই যখনই আমি এখান দিয়ে যাই, তখন আমার সেই গুনাহ তীব্রভাবে মনে পড়ে এবং আমার খুব অনুশোচনা হয়। এই কারণে এখানে আমার এই অবস্থা হয়।"

(হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৬/২৪৬, হাদিস ৮৪৭১, সংগৃহীত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! না জানি আমরা এক দিনে, বরং এক ঘণ্টায়, বরং এক মিনিটে কত গুনাহ করে ফেলি, কিন্তু আমাদের এর অনুভূতি হয় না, কারণ আমাদের বিবেক একেবারেই মৃত হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! আমাদের আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে, আমরা যত শান-শওকতপূর্ণই হই না কেন, আমরা যত বড় শক্তিরই মালিক হই না কেন, আমরা যত বড় ধনী ও কোটিপতিই হই না কেন, আমরা যত বড় পদাধিকারী ও যত বড় অফিসারই হই না কেন, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের এই বাণীকে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে:

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّکُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা ১৮, সূরা: মুমিনুন, আয়াত: ১১৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

হে আশিকানে রাসূল! এটা নিশ্চিত যে সকলকেই আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। যে এটার অস্বীকার করবে, সে মুসলিম থাকবে না। গুনাহ করার সময় আমরা কেন ভুলে যাই যে, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। দুনিয়াতে যখন আমরা কোনো বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন মাথায় রুমাল বা টুপি ইত্যাদি রাখি। একইভাবে, সিগারেট পান করার সময় যদি আমরা কোনো বুযুর্গকে সামনে থেকে আসতে দেখি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট লুকিয়ে ফেলি বা নিচে ফেলে দ্রুত সেটা পা দিয়ে পিষে দিই। দেখুন! যেখানে আমরা একজন বুযুর্গকে এত লজ্জা ও হায়া অনুভব করি, সুতরাং আল্লাহ পাককে লজ্জা ও হায়া কেন করি না, যিনি "عَالِمُ الْغَيْبِ والشَّهادَة" অর্থাৎ তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই এবং তিনি আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেছেন।

আহা! যদি আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে যেত এবং আমাদের এই মনমানসিকতা তৈরি হয়ে যেত যে, আল্লাহ পাক দেখছেন। যখন আমাদের এমন চিন্তা তৈরি হবে যে, আল্লাহ পাক দেখছেন, তখন اِنْ شَآءَ الله আমাদের মধ্যে অবশ্যই গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি হবে। যখন গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি হবে, তখন اِنْ شَآءَ الله গুনাহ থেকে বাঁচার পথও তৈরি হবে আর যখন গুনাহ থেকে বাঁচার পথ তৈরি হবে, তখন اِنْ شَآءَ الله আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার উন্নতি লাভ করব।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সায়্যিদুনা বায়েজিদ বিস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করুক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া!....................................১
দরুদ শরীফের ফযীলত ১
মাদারজাদ ওলী (জন্মগত ওলী).................................... ২
মাতার খেদমত.................................... ৩
পানি নিয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে রইলেন.................................... ৩
ভাগ্যবান মানুষ.................................... ৫
একসাথে দুটি সত্তার হক আদায় হতে পারে না....................................৭
এখন তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো ৮
প্রতিবন্ধী শিশু হাঁটাচলা করতে লাগলো.................................... ৯
কিবলার দিকে থুথু ফেলার ঘটনা....................................১০
রাস্তায় থুথু ফেলতেন না....................................১১
“বা আদব বা নসীব, বে আদব বে নসীব” ১২
হজ্বের সফরের ব্যতিক্রমী নিয়ম ১২
সামান উটের উপর আছে না অন্য কিছুর উপর?....................................১২
৩০ বছর ধরে একনিষ্ঠ হৃদয়ের সন্ধান....................................১৩
আল্লাহর ভয়ের প্রবলতা....................................১৪
ইসলামী সেনাবাহিনীর সাহায্য ১৫
প্রস্রাবে রক্ত ১৬
গুনাহের স্মরণে ঘামে ভিজে গেলেন....................................১৭

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

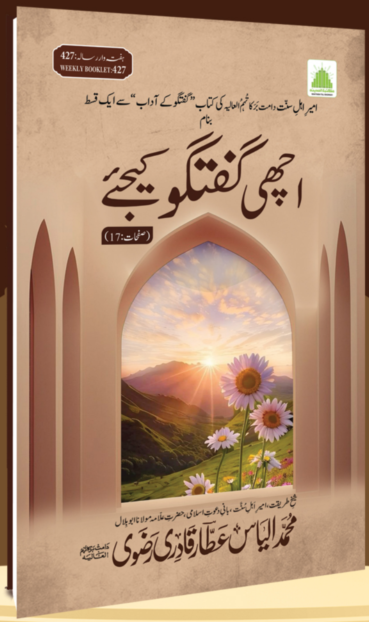

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net